কালের কণ্ঠ

তারিখ 12 DEC 2015
পৃষ্ঠা 2 কলাম 8

স্কুল ব্যাংকিংয়ের জন্য পুরস্কৃত বাংলাদেশ

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

চাইল্ড অ্যান্ড ইয়ুথ ফাইন্যান্স ইন্টারন্যাশনাল (সিওয়াইএফআই) প্রদত্ত 'চাইল্ড অ্যান্ড ইয়ুথ ফাইন্যান্স ইন্টারন্যাশনাল কান্ট্রি অ্যাওয়ার্ড ২০১৫' অর্জন করেছে বাংলাদেশ। বাংলাদেশ ব্যাংকের ব্যাপকভিত্তিক আর্থিক অন্তর্ভুক্তি কার্যক্রম বিশেষ করে শিশুদের আর্থিক সেবায় অন্তর্ভুক্তকরণ এবং স্কুল ব্যাংকিংয়ে অসামান্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ এশিয়া-প্যাসিফিক অঞ্চলের মধ্যে বাংলাদেশকে এই পুরস্কার দেওয়া হয়েছে। এই পুরস্কারপ্রাপ্তিতে বাংলাদেশ পেছনে ফেলেছে ভারত ও ফিজিকে। আর্থিক শিক্ষা কর্মসূচিতে অবদান রাখায় গত বছর এ অঞ্চল থেকে সিঙ্গাপুরকে এই পুরস্কারে ভূষিত করা হয়েছিল।

বাংলাদেশ ব্যাংক গতকাল শুক্রবার এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানায়। এতে আরো জানানো হয়, গত বৃহস্পতিবার বাংলাদেশ সময় রাত ৮টায় লন্ডনে হাউস অব লর্ডসে অনুষ্ঠিত চতুর্থ বার্ষিক চাইল্ড অ্যান্ড ইয়ুথ ফাইন্যান্স ইন্টারন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ডস অনুষ্ঠানে এই পুরস্কার আনুষ্ঠানিকভাবে হস্তান্তর করা হয়। অনুষ্ঠানে ব্রিটিশ রাজনীতিবিদ ও হাউস অব লর্ডসের সদস্য ব্যারোনেস হাওয়ার্থ অব ব্রেকল্যান্ডের কাছ থেকে বাংলাদেশ ব্যাংকের পক্ষে পুরস্কারটি গ্রহণ করেন নির্বাহী পরিচালক মো. আব্দুর রহিম।

চাইল্ড অ্যান্ড ইয়ুথ ফাইন্যান্স ইন্টারন্যাশনাল ইউরোপের একটি আন্তর্জাতিক নেটওয়ার্ক প্রতিষ্ঠান, যারা সারা বিশ্বে ১২৫টি দেশের তিন কোটি ৬০ লাখ শিশু ও যুবককে নিয়ে কাজ করে। আর্থিক সক্ষমতা বৃদ্ধি তাদের প্রধান লক্ষ্য। তারা বৃহৎ পরিসরে আর্থিক অন্তর্ভুক্তিতে অবদান রাখার জন্য ব্যক্তি, সরকারি সংস্থা, আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও সুধীসমাজের সংগঠনকে পুরস্কৃত করে থাকে।

হাউস অব লর্ডসে পুরস্কার প্রদানের সময় লেডি হাওয়ার্থ স্কুল ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে প্রায় ১০ লাখ শিশুকে আনুষ্ঠানিকভাবে আর্থিক ব্যবস্থায় নিয়ে আসার জন্য বাংলাদেশের ভূয়সী প্রশংসা করেন। তিনি বলেন, একটি উন্নয়নশীল দেশ হওয়া সত্ত্বেও বাংলাদেশ আর্থিক অন্তর্ভুক্তির আন্দোলনে এখন রোল মডেল হিসেবে স্বীকৃত। বহুমাত্রিক উদ্ভাবনীমূলক কৌশল গ্রহণ করে বাংলাদেশ ব্যাংক স্কুল ব্যাংকিং কর্মসূচিকে বিপুলভাবে সার্থক করেছে। এমনকি প্রথাশিশুদেরও এ কর্মসূচিতে সংযুক্ত করেছে।

পুরস্কার অর্জনের তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আতিউর রহমান বলেন, এটি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশের আরেকটি মাইলফলক অর্জন, যা বাংলাদেশকে 'আর্থিক অন্তর্ভুক্তির রোল মডেল' হিসেবে পরিচিত করবে। তিনি আরো বলেন, 'এই পুরস্কার আমাদের উন্নয়নমুখী কেন্দ্রীয় ব্যাংকিং ধারণায় নতুন দিগন্তের উন্মোচন করবে এবং প্রধানমন্ত্রীর রূপকল্পে যেমনটি উল্লেখ করা আছে সেই ধারার ব্যাপকভিত্তিক, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও দারিদ্র্যমুক্ত সমাজ গড়ার পথে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে।'